আল্লাহ যাকে চান কন্যা দান করেন,

যাকে চান পুত্র দান করেন,

যাকে চান পুত্র-কন্যা দান করেন।

যাকে ইচ্ছা করে রাখেন বন্ধ্যা।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ " আল্লাহ যাকে চান কন্যা দান করেন,যাকে চান পুত্র দান করেন, যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় দান করেন। যাকে ইচ্ছা করে রাখেন বন্ধ্যা।"

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশশুরা।

১। তিনি যাকে চান কন্যা দান করেন আর যাকে চান দান করেন পুত্র-সন্তান।

সুরা ৪২ আশশুরা , আয়াতঃ ৪৯

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ

اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ﴿۴۹﴾

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

২। যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করে রাখেন বন্ধ্যা।

সুরা ৪২ আশশুরা, আয়াতঃ ৫০

اَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجۡعَلُ مَنۡ يَّشَآءُ عَقِيۡمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌ

قَدِيۡرٌ ﴿۵۰﴾

অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র কণ্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইমরান

৩।যাকারিয়া বলতো ‘মরিয়ম। এসব (খাবার) তুমি কোথায় পেলে? মরিয়ম বলতো, “আল্লাহর পক্ষ থেকে।”

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৩৭

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوۡلٍ حَسَنٍ وَّاَنۡۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا

زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا الۡمِحۡرَابَ ۙ وَجَدَ عِنۡدَهَا

رِزۡقًا ۚ قَالَ يٰمَرۡيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

يَرۡزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

অনন্তর তার প্রভু তাকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার অভিভাবক করলেন; যখনই যাকারিয়া তার উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন, তখনই তার নিকট খাদ্যসম্ভার প্রত্যক্ষ করতেন; তিনি বলতেনঃ হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? তিনি বলতেনঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৪।ওখানেই যাকারিয়া তার প্রভুর কাছে দোয়া করলো “আমার প্রভু! তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে একটি উত্তম বংশধর দাও।”

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৩৮

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً

طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

ঐ স্থানে যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে সুসন্তান দান করুন; নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৫। ফেরেশতারা তাকে সুপুত্র ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিলেন।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৩৯

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ

يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا

مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

অতঃপর যখন তিনি ‘মেহরাবের’ মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন-তার অবস্থা এই হবে যে তিনি আল্লাহর বাক্যের সত্যতা্র সাক্ষ্য দিবেন। নেতা হবেন, স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমণকারী হবেন এবং তিনি সৎ কর্মশালী নবীদের একজন হবেন।

৬। যাকারিয়া বললো আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কিভাবে সন্তান হবে?” এভাবেই আল্লাহ যা চান করে থাকেন।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৪০

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَ امْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ؕ

قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۴۰﴾

তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার পুত্র হবে? কেননা আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে ও আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি বললেনঃ এরূপে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মারইয়াম

৭। যখন সে (যাকারিয়া)ফরিয়াদ করেছিলো তার প্রভুর কাছে নীরবে নিভৃতে।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ ৩

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿۳﴾

যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিলেন নিভৃতে।

৮। তোমার কাছে ফরিয়াদ করে কখনো আমি খালি হাতে ফিরিনি।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ ৪

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ

اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿۴﴾

তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল, (বয়স ভারাবনত), বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! আপনাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থ হই নি।

৯। তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে এমন একজন উত্তরাধিকারী দান করো।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ ৫

وَ اِنِّیۡ خِفۡتُ الۡمَوَالِیَ مِنۡ وَّرَآءِیۡ وَ کَانَتِ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرًا فَهَبۡ لِیۡ

مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا ۙ﴿۵﴾

আমি ভয় করি আমার পর উত্তরাধিকারীত্বের, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং আপনি আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী।

১০। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারিত্ব করবে।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ ৬

یَّرِثُنِیۡ وَ یَرِثُ مِنۡ اٰلِ یَعۡقُوۡبَ ٭ وَ اجۡعَلۡهُ رَبِّ رَضِیًّا ﴿۶﴾

যে আমার উত্তরাধিকারীত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারীত্ব পাবে ইয়াকুবের (আঃ)বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক!তাকে করুন সন্তোষভাজন।

১১। হে যাকারিয়া আমি তোমাকে একটি পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে ইয়াহইয়া।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ৭

یٰزَکَرِیَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلٰمِ اسۡمُهٗ یَحۡیٰی ۙ لَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ مِنۡ قَبۡلُ

سَمِیًّا ﴿۷﴾

হে যাকারিয়া(আঃ)! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে ইয়াহইয়া (আঃ); এই নামে আমি পূর্বে কারো নামকরণ করি নাই।

১২। যাকারিয়া বললোঃ কেমন করে হবে আমার পুত্র? আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বৃদ্ধ।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ ৮

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

তিনি বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি!

১৩।ইতোপূর্বে তো আমি তোমাকেও সৃষ্টি করেছি। অথচ তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

সুরা ১৯ মারইয়াম, আয়াতঃ ৯

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾

তিনি বললেনঃ এভাবেই হবে; তোমার প্রতিপালক বলেনঃ এটা আমার জন্যে সহজ; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আম্বিয়া

১৪।যাকারিয়া বলেছিলো প্রভু! তুমি আমাকে সন্তানহীন করে রেখো না।

সুরা ২১ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮৯

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

এবং (স্মরণ কর) যাকারিয়ার(আঃ)কথা, যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (সন্তানহীন)ছেড়ে দিওনা এবং আপনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

১৫। আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তাকে দান করেছি পুত্র সন্তান ইয়াহিয়া।

সুরা ২১ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৯০

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا
يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا
خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়াকে(আঃ), আর তার জন্যে স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম; তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতেন, তারা আমাকে ডাকতেন আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিলেন আমার নিকট বিনীত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইবরাহিম

১৬।সমস্ত শোকরিয়া আল্লাহর যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু দোয়া শুনে থাকেন।

সুরা ১৪ ইবরাহিম, আয়াতঃ ৩৯

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّىْ
لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল(আঃ)ও ইসহাককে(আঃ) দান করেছেন; আমার প্রতিপালক অবশ্যই দু'য়া শুনে থাকেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল যারিয়াত

১৭।তারা (ফিরিশতারা)তাকে (ইবরাহিমকে)সুসংবাদ দিলো এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের।

সুরা ৫১ আল যারিয়াত , আয়াতঃ ২৮

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

এতে তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভয় পেলেন। তারা বললেনঃ ভীত হবেন না। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলেন।

১৮।(ইবরাহীমের) স্ত্রী বললো, এই বন্ধ্যা বৃদ্ধার সন্তান হবে?

সুরা ৫১ আল যারিয়াত , আয়াতঃ২৯

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

একথা শুনে চিৎকার করতে করতে তার স্ত্রী সামনে আসলেন এবং মুখ চাপড়িয়ে বললেন- আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা!

১৯।ফিরিশতারা বললো 'আপনার প্রভু একথাই বলেছেন তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞানী।

সুরা ৫১ আল যারিয়াত, আয়াতঃ ৩০

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

তারা বললেনঃ তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ।

এটা আল্লাহর বাদশাহীর নিরংকুশ (absolute) হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোন মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যতবড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন কিংবা

তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন অন্যদের সন্তান দেওয়ান তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্মদানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। কোনো ওষুধ, কোনো চিকিৎসা, কোনো তাবিজ দ্বারা কোনো বন্ধ্যা সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয়নি।সুতরাং চাইতে হবে শুধু আল্লাহর কাছে, অন্যের কাছে নয়।

তাফহিমুল কুরআনের ব্যাখ্যা ঃ হযরত যাকারিয়া

হযরত মরিয়মের মা আল্লাহকে ওয়াদা দিয়েছিলেন তার সন্তানকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার জন্য ইবাদতগাহে(হাইকেলে) পাঠাবেন ।হযরত মরিয়ম যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন তাকে বাইতুল মাকদাসের ইবাদতগাহে (হাইকেলে)পৌছে দেয়া হলো এবং সেখানে তিনি দিন রাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন।

শিক্ষা ও অনুশীলন দানের জন্য হযরত যাকারিয়ার (যিনি হযরত মরিয়মের খালু ছিলেন) অভিভাবকত্বে সোপর্দ করা হয়েছিল। যাকারিয়া হাইকেলের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন।

তাফহিমুল কুরআনের ব্যাখ্যাঃ

আমাদের দেশে ঈমাম দাড়াবার জায়গাটিকে মেহরাব বলে।কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদীদের গীর্জা ও উপাসনালয়গুলোতে মূল উপাসনার গৃহের সাথে লাগোয়া ভূমি সমতল থেকে যথেষ্ট উঁচুতে যে কক্ষটি তৈরী করা হয়, যার মধ্যে উপাসনালয়ের খাদেম, পুরোহিত, ও এতেকাফকারীরা অবস্থান করে। তাকে মেহেরাব বলা হয়। এই ধরণের একটি কামরায় হযরত মরিয়ম এতেকাফ করছিলেন।

হযরত যাকারিয়া(আঃ) নিঃসন্তান ছিলেন।এই যুবতী পুণ্যবতী মেয়েটিকে (হযরত মরিয়ম) দেখে তার মনে এ আকাঙক্ষা জন্ম নিলঃ আহা, যদি আল্লাহ আমাকেও এমনি একটি সৎ সন্তান দান করতেন। আর আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরাতের

মাধ্যমে যে ভাবে এই সংসার ত্যাগী, নিঃসঙ্গ কক্ষবাসিনী, মেয়েটিকে আহার যোগাচ্ছেন, তা দেখে তার মনে আশা জাগে যে, আল্লাহ চাইলে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাকে সন্তান দিতে পারেন।

হযরত ঈসার জন্ম হয়েছিল মহান আল্লাহর এক অস্বাভাবিক ফরমানের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে। কুরআন মজীদে হযরত ঈসাকে "কালেমাতুম মিনাল্লাহ" বা আল্লাহর ফরমান বলা হয়েছে।

হযরত যাকারিয়াকে বলা হচ্ছেঃ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাকে পুত্র (ইয়াহইয়া) সন্তান দান করবেন।

তাফহীমুল কোরআনের ব্যাখ্যা হযরত ইবরাহীমের বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ

সুরা হুদে হযরত ইবরাহীমের সন্তান হবে নাম ইসহাক বলা হয়েছে এবং ইসহাকের ঔরসে হযরত ইয়াকুবের জন্ম হবে।

ইবরাহীমের স্ত্রী বলেছিলেন একদিকে আমি বুড়ী অপরদিকে বন্ধ্যা। এমন অবস্থায় আমার সন্তান হবে? বাইবেলে বলা হয়েছে ইবরাহীমের বয়স ছিল একশ' বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল ৯০ বছর।

এ কাহিনী বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর যে বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহর বন্দেগীর হক যথাযথ ভাবে আদায় করেছিলো আখেরাতে তার সাথে যে আচরণ হওয়ার তাতো হবেই। এ দুনিয়াতেও তাকে পুরষ্কৃত করা হয়েছে যে, সাধারণ বিধান অনুসারে যে বয়সে সন্তান হওয়ার কথা ছিলো না এবং তার স্ত্রীও সারা জীবন নিঃসন্তান থেকে চুড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছিল, সেই বয়সে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেছেন শুধু তাই নয় এমন নজিরবিহীন সন্তান দান করেছেন যা আজ পর্যন্ত কারো ভাগ্যে জোটেনি। এ পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার বংশে পর পর চারজন নবী জন্ম লাভ করেছেন। হযরত ইবরাহীম(আঃ) ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যার বংশে অধস্তন তিন পুরুষ পর্যন্ত নবুওতের ধারা তিন পুরুষ পর্যন্ত নীরবিচ্ছিন্নভাবে চলেছিলো। তার পরিবারেই হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়া'কুব এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের মত মহা সম্মানিত নবীদের জন্ম হয়েছিল।

নবী রাসুলদের আল্লাহ কঠিন পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়ার পরই তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের পুরষ্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়। হযরত ইবরাহীম(আঃ)কে তখনই ইসমাঈল ও ইসহাকের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যখন তার কওমের লোকেরা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং আল্লাহ আগুনকে শীতল হতে বলেছিলেন। তারপর তিনি নিজের কওম ও পিতা আযরের কাছ থেকে পৃথক

হয়ে দেশ ছেড়ে হিজরত করে বায়তুল মাকদাস এলাকায় গিয়েছিলো। তখনই এ পুত্রদ্বয়ের সুসংবাদ দেয়া হয় ।

বর্তমানে যদি আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হতে পারি, তবে তিনি আমাদেরকে নিঃসন্তান রাখবেন না। প্রিয় বান্দাহ হওয়ার উপায়- কোরআন বুঝে পড়া,

হাদীস বুঝে পড়া এবং সে মোতাবেক আ'মল করা এবং অন্যদেরকেও আ'মলের দিকে আহ্বান করা। আল্লাহ আমদের সাহায্য করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....